এমএসএস খবর

মার্চ, ২০২৪ সংখ্যা

MSS
Working for the People

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করলো এমএসএস

'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ' স্লোগানকে সামনে রেখে ৮ই মার্চ মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) প্রধান কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে এমএসএস ট্রেনিং রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মরিয়ম বেগম তার উদ্যোক্তা হয়ে উঠার গল্প উপস্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় অংশ নেন এমএসএস এ কর্মরত সকল নারীরা। নূরজাহান খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংস্থায় নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান মোঃ আবদুল হালিম ও অডিট বিভাগের সহকারী পরিচালক আব্দুল ওয়াদুদ সরকার। এসময় উপস্থিত নারীরা মানবিক সাহায্য সংস্থায় তাদের পথচলা ও সমঅধিকার নিয়ে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

উদ্যোক্তা মরিয়ম বেগম বলেন, "আমি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে এমএসএস এর ঋণী সদস্য। বর্তমানে আমার নিজস্ব একটি মুদি দোকান ও দুইটি গাড়ি রয়েছে। সম্প্রতি নিজ এলাকায় জমি কিনেছি। তবে আমার শুরুটা ছিল কঠিন সংগ্রামের। ২০০৫ সালে এমএসএস থেকে মাত্র ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান শুরু করি আমি। এরপর আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এমএসএসকে ধন্যবাদ আমিসহ অসংখ্য নারীর পথচলায় অবদান রাখার জন্য।"

এসময় নারী দিবসের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে এমএসএস এর পক্ষ থেকে নারীদের শুভেচ্ছা উপহার হিসাবে চারা গাছ প্রদান করা হয়।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কর্মীদের দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমএসএস প্রশিক্ষণ ইউনিটের সহযোগিতায় ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর পরিচালনায় সৈয়দপুরে অবস্থিত সংস্থার কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স সেন্টারে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬, ও বিধিমালা, ২০১০, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সম্পদ ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, তহবিল ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচনে এমএসএস এর ভূমিকা, ও শুদ্ধাচার চর্চা বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

এমএসএস প্রশিক্ষণ ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর জনাব কাজী মনজুর হাসানের তত্ত্বাবধায়নে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশ নেন এমএসএস এর ব্রাঞ্চ ও এরিয়া পর্যায়ের সকল কর্মকর্তারা। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এমআরএ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মাজেদুল হক ও পরিচালক জনাব মোঃ নূরে আলম মেহেদী। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন এমআরএ এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ।

স্বাধীনতা দিবসে শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও ছড়া প্রতিযোগিতা

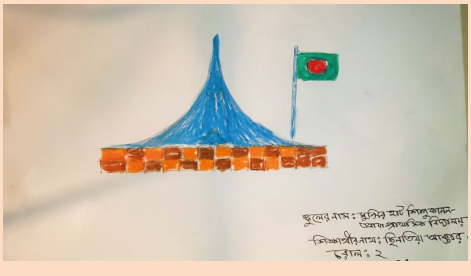

যথাযোগ্য মর্যাদায় মানবিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপিত হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও শিশুকাননের প্রথম হতে চতুর্থ শ্রেনীর প্রায় ৯ শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ২৬শে মার্চ চিত্রাঙ্কন ও ছড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

অভিভাবকেরা এমন উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবের একটি অধ্যায়। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ও শিশুমনের সৃজনশীলতার বিকাশে এ ধরনের আয়োজন প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক।"

আত্মবিশ্বাসী রিতার সফলতার গল্প

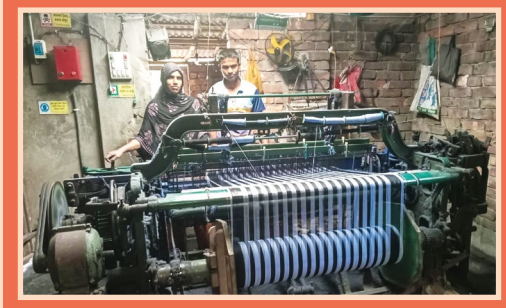

জীবনে সফল হতে চাইলে কেবল মনে সাহস আর আত্মবিশ্বাস থাকাই যে যথেষ্ট সেটাই করে দেখিয়েছেন নওগাঁ জেলার রানীনগরের দিনমজুর রিতা বেগম।

বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সংসারে অভাব অনটনে দিন কাটিয়েছেন রিতা। সন্তান জন্মের পর অভাব অনটন আরো বাড়তে শুরু করে। পারিবারের আর্থিক দৈন্যতা দূর করার উপায় খুঁজতে রাণীনগর উপজেলার স্থানীয় কাপড় তৈরির কারিগরদের সাথে আলোচনা করেন তিনি। ইতোমধ্যে জানতে পারেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মানুষের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরন করে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)।

সহজ শর্তে ঋন গ্রহন করে অর্ধেক টাকায় মাদুর তৈরির মেশিন কিনেন রিতা। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে কাঁচামাল কিনে ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম বছরই মাদুর বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেন। পরবর্তীতে সেই লাভের টাকায় এমএসএস এর কর্মীদের পরামর্শে গরু কিনেন। বর্তমানে রিতার মাসিক আয় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। লাভের টাকায় নিজস্ব জমিতে টিনের ঘর তোলার পাশাপাশি সন্তানদের স্কুলের খরচও মেটাতে পারছেন।

এমএসএস ৫নং জোনের ২২নং এরিয়ার ৮৭নং শাখার সদস্য রিতা বেগম বলেন, "আমার আয় পূর্বের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। আমার তৈরি মাদুর স্থানীয় বাজারেই বিক্রি হচ্ছে। কাপড় বাজারজাতকরণসহ সব কাজে আমার স্বামী যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা আরও মেশিন কিনে কর্মী নিয়োগ দিয়ে মাদুর তৈরীর ব্যবসা সম্প্রসারণ করা। এমএসএস যেভাবে সব সময় আমার পাশে থেকেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও আমি তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করছি।"

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ১৫৯,৫২৭ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে, যার মাঝে ঋণী সদস্যের সংখ্যা ১২৭,১৩০ জন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org